সুলতানা কামালের সাথে মুক্তমনা

‘আইন ও সালিশ কেন্দ্র’ এর অন্যতম নির্বাহী পরিচালক, প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর উপদেষ্টা ‘সুলতানা কামাল’ এর সম্বন্ধে বিশদ করে বলার হয়তো প্রয়োজন নেই। নিজ গুনেই স্বনামে তিনি আজ বাংলাদেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয়। ১৯৫০ সালে তিনি জন্ম গ্রহন করেন, বিখ্যাত কবি বেগম সুফিয়া কামাল তার মা ও জনাব কামালউদ্দিন আহমেদ খান তার বাবা। মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করতে যেয়ে, মৌলিক অধিকারের কথা বলতে যেয়ে তাকে অনেক হুমকি, বাধা – বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে কিন্তু সেসব বাধা তাকে পিছু হটাতে পারেনি। ধর্মনিরপেক্ষ ও মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত একটি দেশ গঠনে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্প্রতি নেদারল্যান্ডসে ‘বাংলাদেশের দুস্থ নারী ও শিশুদের অধিকার’ এর উপর বাসুগ আয়োজিত একটি সেমিনারে যোগ দিতে এসে, রৌদ্রউজ্জল এক সকালে তিনি মুখোমুখী হন মুক্তমনা’র

মুঃ - মঃ অনেকেই মনে করেন আওয়ামীলীগ কিংবা বিএনপি তাদের দীর্ঘ শাসনামলে যা পারেনি, এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার মাত্র কয়েকমাসে তার চেয়ে ঢের বেশি সফলতা অর্জন করেছে। দুর্নীতির রাঘব বোয়ালদের গ্রেফতার, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, বিচার বভাগ পৃথকীকরণ ইত্যাদি নানা বিষয় উল্লেখ করা যায়। আপনি কি মনে করেন?

সুঃ - কাঃ অনেক বিগত রাজনৈতিক সরকার যা পারেননি তার চেয়ে অবশ্যই অনেক বেশী সাহসী পদক্ষেপ নিতে পেরেছে এই সরকার। আগের সরকারদের দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে যেকোন পদক্ষেপ নেয়ার সময় রাজনৈতিক বিবেচনা প্রধান ভূমিকা পালন করতো। তাদের কোন পদক্ষেপ নির্বাচনে কি প্রভাব ফেলবে সেটাই ছিল তাদের মূখ্য বিবেচনার বিষয়। যখন তারা সে ভাবনা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারবে তখনই তারা সত্যিকারের সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারবে। আর এটা কখনও রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা সম্ভব হবে না,যতদিন না পরিবেশ পরিবর্তিত হয়।

মুঃ - মঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে তৃতীয় কোন ধারার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কি?

সুঃ - কাঃ গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারাতে শুধু তৃতীয় - চতুর্থ না অনেকগুলো বিকল্প ধারা থাকতে হবে। যত বেশী বিকল্প থাকবে, ততোই ভালো কাজ হবে, ভালো কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পছন্দ যতোই সীমিত হবে, গনতন্ত্রের পথকে তা বাধাগ্রস্ত করে তুলবে। রাজনীতি অগনতান্ত্রিক শক্তিতে বাধা পড়ে যাবে যা দেশকে গনতান্ত্রিক থাকতে সাহায্য করবে না।

মুঃ - মঃ রাজনৈতিক প্রেক্ষপট তথা এতোদিন ধরে চলে আসা প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আপনার দৃষ্টি থেকে ব্যাখা করুন।

সুঃ - কাঃ আমাদের মধ্যে বিগত ৩৭ বছর গনতন্ত্রের জন্য আশা ছিল, আকাংখা ছিল কিন্তু তা কোনদিনও বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। গনতান্ত্রিক মনোভাবের অভাব, পরিবারতন্ত্র, যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতা

নির্বাচনের সুযোগের অভাব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকশিত হয়ে উঠতে না পারা, সম্পদের সুষম বন্টনের অভাব, ধর্ম নিরপেক্ষতার অভাব সর্বোপরি একজন মানুষের নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বেচে থাকার সুযোগের অভাব। শুধু মানুষ নাম হওয়াইতো একজন মানুষের বড় পরিচয় নয়, একজন মানুষের নানা ধরনের পরিচয় থাকতে পারে, ধর্ম, বর্ন, শিক্ষা, স্বকীয় চিন্তা - ভাবনার সমষ্টিইতো একজন মানুষ। একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বাচতে চাই।

মুঃ - মঃ ছয় জঙ্গীর ফাঁসির পর বাংলাদেশের জঙ্গীবাদ নিয়ে আপনার ভাবনা কি ?

সুঃ - কাঃ জনগণকে বার্তা দেয়া হয়েছে, সত্যিই এদের অস্তিত্ব ছিল, জাল বিছানো ছিল। সেই জালের উপর হয়ত সাময়িক আঘাত এসেছে কিন্তু যারা জঙ্গীবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন এবং যে সমস্ত মানুষ এই চক্রে জড়িয়ে পড়েছে তাদেরকেতো উৎখাত করা হলো না। তাদের বিশ্বাস আমাদের নেতারা, পথ প্রদর্শকরা যে পথে গিয়েছেন তাতে তারা শহীদের দরজা পেয়েছেন, আমরাও সে পথই অনুসরন করব, ধরা পড়লে শহীদ হয়ে যাবো। শুধু জঙ্গীদের ফাসি দিয়ে জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রন করা যাবে না, জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রনের জন্য রাজনীতিতে ধর্মীয় উন্মাদনার প্রভাব নিয়ন্ত্রন করতে হবে, ব্যক্তি পূজার অবসান ঘটাতে হবে। যতদিন না রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রভাব, ব্যক্তিপূজা নিয়ন্ত্রন করা যাবে অথবা সমস্যার মূলে আঘাত আসবে ততোদিন জঙ্গীবাদ থাকবে।

মুঃ - মঃ মুক্তচিন্তার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ কেমন?

সুঃ - কাঃ বাংলাদেশের মানুষ মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী। তারা মুক্ত চিন্তা করে, কথাও বলে। কিন্তু সবসময়ই ক্ষমতাসীনরা মুক্ত চিন্তা তাদের বিরুদ্ধে গেলে সেটাকে তারা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। মুক্ত চিন্তার মাধ্যমকে আটকে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে জনগণের মুক্ত চিন্তার প্রতি আগ্রহ কমেনি। উদাহরনস্বরূপঃ বেসরকারী সংবাদ মাধ্যমের প্রসারের কারণে, বেসরকারী টিভির প্রসারের কারণে আজকাল কেউ আর সরকারী সংবাদ মাধ্যম কিংবা বিটিভির প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করে না। মুক্ত চিন্তার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের গভীর আগ্রহ ও নিষ্ঠা সবসময়ই আছে।

মুঃ - মঃ সেনাবাহিনী প্রধান মইন ইউ আহমেদ সম্প্রতি একটি সেমিনারে বাংলাদেশের এতদিনকার প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রতি সমস্যা নির্দেশ করেছেন। আপনিও কি তাঁর বক্তব্যের সাথে একমত? সমস্যা কি সত্যই গণতন্ত্রে নাকি গণতন্ত্রহীনতায়?

সুঃ - কাঃ সমস্যা গনতন্ত্রহীনতায়। বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কখনও গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেতে পারেনি। আমাদের পদে পদে শত বাধা বিপত্তি থাকা সত্বেও এই ৩৭ বছরে বাংলাদেশ শুধু দেশপ্রেমিক মানুষের কর্মনিষ্ঠার কারণে এতোদূর এগিয়ে এসেছে।

মুক্তমনা’র সাথে সুলতানা কামাল, হাতে মুক্তমনার ব্রোশার

মুঃ - মঃ বাংলাদেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল? তারা কি নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা করেন? নাকি গণতন্ত্রের আড়ালে চলে স্বৈরতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র?

সুঃ - কাঃ তারা যে শ্রদ্ধাশীল Ggb †Kv‡bv `k¨gvb D`vniY Zv‡iv ¯'vcb K‡ib wb, `‡j i g‡a¨ I তারা গনতন্ত্রের চর্চা করেননি। গনতন্ত্রকে বাধামুক্ত করার জন্য এমন কোন পদক্ষেপ নেননি যাতে করে জনগণের আস্থা জন্মাতে পারে। তারা প্রচলিত ব্যবস্থা আর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে গেছেন সবসময়।

মুঃ - মঃ নোবেল বিজয়ী ডঃ ইউনুস সম্প্রতি রাজনীতিতে আগমনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। আপনার কি মূল্যায়ন?

সুঃ - কাঃ নোবেল জয়ের সাথে রাজনৈতিক যোগ্যতার কোন সম্পর্ক নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন কর্মক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতাকে প্রমান করতে হয়, তেমনি ডঃ ইউনুসকেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেকে প্রমান করতে হবে। একজন সফল রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্য যে সমস্ত গুনাবলী ও যোগ্যতা দরকার তা তার কতোটুকু আছে তা তাকে দেশবাসীকে জানাতে হবে।

মুঃ - মঃ ডঃ অজয় রায় ও তার শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ সমন্ধে কিছু জানেন কি ?

সুঃ - কাঃ ডঃ অজয় রায়কে আমি জানি, শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ সম্পর্কে শুনেছি কিন্তু আমি নিজে আমার নিজের কাজ নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকি যে সবসময় ইচ্ছা থাকা সত্বেও সব কিছু বিস্তারিতভাবে জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না।

মুঃ - মঃ মুক্তমনা ওয়েব সাইট আর মুক্তমনার লেখকদের প্রকাশিত বই সমন্ধে কিছু জানেন কি? আপনার মতামত কি?

সুঃ - কাঃ আমি নিজের ই-মেইল লেখা, নিজের পেপার রেডী বা নিজের কাজ ইত্যাদি ছাড়া তেমন একটা কম্পিউটারের ব্যবহার জানি না। তাই কম্পিউটার জগতে আমার বিচরন সীমিত। আর ব্যস্ততার কারণে সব সময় নতুন লেখক বা নতুন বইয়ের খোজ রাখাও সম্ভব হয়ে উঠে না।

মুঃ - মঃ বাংলাদেশের কর্মজীবি নারীদের নিয়ে কিছু বলুন।

সুঃ - কাঃ কর্মজীবি নারী বলতে আমার কাছে আলাদা কোন কথা নেই। সব নারীই কর্মজীবি নারী। যারা ঘরে থাকেন তারা রান্না - বান্না, বাসন মাজা, পরিবারের ছোট - বড় সবার যত্ন এধরনের সব কাজই করে থাকেন। কেউ কেউ আবার ঘরে - বাইরে কাজ করে থাকেন। যারা বাইরে কাজ করেন , তাদের বাইরের কাজ শেষ করে আবার ঘরের কাজও করতে হয়। এর ফলে তাদের শরীরে ও মনে প্রচন্ড চাপ পড়ে। উদাহরনস্বরূপ কারও বিকেল পাচটা পর্যন্ত সাধারণ অফিসের সময়, কিন্তু কোনো কারণে তাকে একদিন বিকেল ছয়টা পর্যন্ত কাজ করতে হবে, তাকে যদি তখন টেনশন করতে হয় যে বাড়ি ফিরে তাকে বাকী সব কাজ সময়মতো শেষ করতে হবে, রান্না করে সবাইকে খেতে দিতে হবে, কিংবা বাচ্চাদের পড়াতে হবে ইত্যাদি। এই সমস্ত চিন্তা সে ব্যক্তিকে প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে রাখে যার পরিনামে সে সমস্ত নারীরা শারীরিকভাবেও ভুক্তভোগী হয়। তাই যে সমস্ত নারীরা ঘরে ও বাইরে কাজ করে থাকেন তাদেরকে পরিবার ও সমাজের তরফ থেকে সহযোগিতা দিতে হবে।

মুঃ - মঃ আপনিতো মাঝে মাঝে পত্রিকায় লিখে থাকেন, আমাদের ফোরামের জন্য লেখা পাঠাবেন কি?

সুঃ - কাঃ কথা দিতে পারছি না তবে চেষ্টা করব। আসলে আমি কম্পিউটারে এতো অনায়সতো নই, আগেই বলেছি। কিছুদিনের মধ্যেই নারীদের নিয়ে লেখা আমার একটি প্রবন্ধ প্রথম আলো আর ডেইলী স্টারে আসবে, বাংলায় এবং ইংরেজীতে। সেটি আপনারা মুক্তমনার পাঠকদের কাছে পৌছে দিবেন। মুক্তমনা ওয়েব সাইট ও এর পাঠকদের প্রতি রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

মুক্তমনার পক্ষ থেকে সাক্ষাতকারটি গ্রহন করেছেন
তানবীরা তালুকদার
২৮।০৪।০৭